



## 130080 - বাসার খরচপাতনিয়মে বিবাদমান দম্পতির প্রতি উপদশে

### প্রশ্ন

প্রশ্নকারী বোন বলছেন: তিনি কয়কে বছর ধরে সৌদি আরবে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। আগে তার ভাই তার সাথে সৌদিতে আসত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার ভাইয়ের বদলে তার স্বামী তার সাথে সৌদিতে এসেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সন্তান দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ। আমার স্বামী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করছেন; কিন্তু কোন চাকুরি পাননি। অবশেষে আমরা যখনে থাকি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি মার্কেটে চাকুরি নিলে। আর পরিবারে খরচ নিয়মে মতবিরোধ শুরু হয়। আমার উপর কি আবশ্যকীয় য়ে, আমি পরিবারে খরচ বহন করব? যাহেতু আমার স্বামী বলছেন য়ে, যদি আমি পরিবারে খরচ না দই তাহলে আমি কোন ধরণে চাকুরি করতে পারব না? আমি চাকুরি করার বনিমিয়ে য়ে বতেন পাই সটোতে কি আমার স্বামীর কোন অধিকার আছে? যদি আমাকে পরিবারিক খরচ বহন করতে হয় তাহলে আমি কত পারসেন্টে বহন করব, আর আমার স্বামী কত পারসেন্টে বহন করবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চাকুরি ও রযিকি সন্ধানের উদ্দেশ্যে য়ে স্বামী-স্ত্রী বদিশে এসেছেন পরিবারিক খরচাদি সংক্রান্ত এ মাসয়ালাটির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়; বিবাদ-বিসম্বাদ নয়। কার উপর কতটুকু আবশ্যক সটো অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। যদি স্বামী আপনার উপর শর্তারোপ করে থাকে য়ে, পরিবারে খরচ আপনি ও সয়ে উভয়ে বহন করবে; নচেৎ সয়ে আপনাকে চাকুরি করতে দবিয়ে না; তাহলে মুসলমানদের তাদের শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যকীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুসলমানরো তাদের শর্তাবলির উপর অটল। শুধু এমন কোন শর্ত ছাড়া; য়ে শর্ত কোন হালালকে হারাম করে কিংবা কোন হারামকে হালাল করে”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “য়ে শর্তে মাধ্যমে নারীর য়োনোগ্গ হালাল করা হয় সয়ে শর্ত পূরণ করা অধিক তাগদিপূরণ”। অতএব, আপনারা দুইজন আপনাদের শর্তের উপর অবচিল আছেন; যদি আপনাদের মাঝে এমন কোন শর্তারোপ ঘটে থাকে।

যদি আপনাদের মাঝে এ ধরণে কোন শর্তারোপ না ঘটে থাকে তাহলে পরিবারে খরচ বহন করার দায়িত্ব পুরুষের উপর। ঘরে খরচ বহন করার দায়িত্ব নারীর ওপর নয়। পুরুষই খরচ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বিত্তবান ব্যক্তিতার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে” [সূরা ত্বালাক; আয়াত: ৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণ দয়ো তোমাদের উপর আবশ্যকীয়”। সুতরাং খরচাদির দায়িত্ব স্বামীর উপর। স্বামীই ঘরে প্রয়োজনীয়



জনিসিপত্র ও জীবনোপকরণ নজিরে জন্ম, স্ত্রীর জন্ম ও সন্তানদরে জন্ম সংগ্রহ করবে। স্ত্রীর উপার্জন ও বতেন তার নজিরে জন্ম। কেননা স্ত্রী তার কর্ম ও পরিশ্রমের বনিমিয়ে বতেন পায়। স্বামী তো তার সাথে এমন কোন শর্ত করেনি যে, খরচাদরি দায়িত্ব তার উপরে, কথিবা খরচাদরি অর্ধকেরে দায়িত্ব তার উপরে কথিবা এ রকম অন্য কোন শর্ত। আর যদি এ রকম কোন শর্ত করে থাকে তাহলে ইতপূর্বে যমেনটি উল্লেখ করা হয়েছে মুসলমানরো তাদরে শর্তের উপর অটল। আর যদি তিনি আপনার সাথে এর ভিত্তিতে সম্পর্ক করে থাকেন যে, আপনি শিক্ষিকা, আপনাকে পাঠদান করতে হবে এবং এতে তিনি রাজি হয়ে থাকেন তাহলে তাকে এটা মনে যতে হবে, এটা নিয়ে বিবাদ করতে পারবেন না। আপনার বতেন আপনারই। তবে আপনি যদি খুশমিনে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেন তাহলে সটো হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা যদি খুশমিনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতে পার।” [সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

আপনার উচিত বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আপনি আপনার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্ম বতেনরে কিছু অংশ তাকে দনি; যাতে করে বিবাদ মটিে যায় এবং সমস্যা নরিসন হয়। যাতে করে আপনারা দুইজন স্বস্তিতে, আনন্দে ও নশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করতে পারেন। আপনারা দুইজন বতেনরে অর্ধকে বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা অন্য কোন অংশের উপর একমত হতে পারেন; যাতে করে সংকট মটিে যায়, আপনাদের মাঝে বিবাদে পরবির্তে ঐক্য, স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি ফিরি আসে।

যদি এভাবে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কোর্টেরে শরণাপন্ন হতে পারেন। আপনারা যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশে মামলা দায়েরে করতে কোন বাধা নাই। শরীয়া কোর্ট যে রায় দবি ইনশাআল্লাহ সটো যথেষ্ট।

কিন্তু, আপনাদের উভয়ের জন্ম আমার পরামর্শ হচ্ছে—আপনারা সমঝোতা করুন, বিবাদ বর্জন করুন এবং মামলা দায়েরে করা থেকে বরিত থাকুন। আপনি আপনার স্বামীকে কিছু সম্পদ দিতে রাজি হয়ে যান; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। কথিবা আপনার স্বামী যনে মনে যায়। আল্লাহ তার কসিমতে যা রেখেছেন সটোর উপর সন্তুষ্ট থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে এবং আপনার বতেনরে পুরাটুকু আপনারই সটো মনে যায়, আপনার বতেনরে প্রতি নিজের না দেয়। আপনাদের দুইজনের মাঝে এমনটাই হওয়া উচিত। কিন্তু, আমি পরামর্শ দিচ্ছি এবং বারবার বলছি আপনি আপনার বতেনরে কিছু অংশ তাকে দিতে সম্মত হোন; যাতে করে সে খুশি হয় এবং আপনারা পরস্পর কল্যাণেরে কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারেন। ঘর তো আপনাদের উভয়ের ঘর, সন্তানরো তো আপনাদের উভয়ের সন্তান। সব জনিসি তো আপনাদের দুইজনেরই। তাই আপনার জন্ম বাঞ্ছনীয় হবে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। আল্লাহ সকলকে তাওফিকি দনি। [সমাপ্ত]